প্রঃ → যোগদর্শনে ঈশ্বরের স্বরূপ, লক্ষণ এবং অস্তিত্ব সাধক যুক্তিগুলি সম্বন্ধে তোমার মত কী?

উত্তরঃ → পতঞ্জল-যোগদর্শনে সাংখ্যদর্শনে স্বীকৃত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব অতিরিক্ত একটি তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে এবং সেই অতিরিক্ত তত্ত্বটি হল 'ঈশ্বরতত্ত্ব', এ জন্যই যোগদর্শনের অপর নাম 'সেশ্বর সাংখ্য'। পাতঞ্জল নির্দেশিত অষ্ট যোগাঙ্গের একটি অঙ্গ হচ্ছে নিয়ম এবং নিয়মের মধ্যেই ঈশ্বর প্রণিধান অন্তর্গত। ঈশ্বরের ধ্যান এবং সর্বকর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ হল ঈশ্বর প্রণিধান। যোগমতে, ঈশ্বরচিন্তা সমাধিলাভের সহায়ক। পতঞ্জল যোগ সাধনায় ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করলেও ঈশ্বরের উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেননি। পতঞ্জলের পরবর্তী যোগ-দার্শনিকগণ ঈশ্বরের ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক উভয়বিধ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন।

যোগশাস্ত্রমতে, ঈশ্বর অনেক পুরুষের মধ্যে অন্যতম এক বিশিষ্ট পুরুষ, সাধারণ পুরুষ হচ্ছে জীবাত্মা। ঈশ্বর সাধারণ পুরুষ বা জীবাত্মা থেকে ভিন্ন এক বিশেষ পুরুষ। সাধারণ পুরুষ কর্ম করে তার ফল ভোগ করে, ঈশ্বরের কর্মফল ভোগ নেই। ঈশ্বর মুক্ত পুরুষ থেকেও ভিন্ন। ঈশ্বর অনন্ত জ্ঞান ও অনন্তশক্তি সম্পন্ন এক অসাধারণ পুরুষ-পরম পুরুষ। তবে, অসাধারণ পুরুষ হলেও ঈশ্বর সাধারণ পুরুষ বা প্রকৃতির স্রষ্টা নন। জীবাত্মা, প্রকৃতি ও ঈশ্বর এই তিনটি তত্ত্বই সনাতন ও নিত্য।

পতঞ্জল তার 'যোগসূত্রে' ঈশ্বরের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন:— "ক্লেশ-কর্ম-বিপাক-আশয়ৈঃ অপরামৃষ্টঃ পুরুষ-বিশেষ: ঈশ্বরঃ", অর্থাৎ সাধারণ পুরুষ (ক) ক্লেশ, (খ) কর্ম, (গ) বিপাক ও (ঘ) আশয় যুক্ত, ঈশ্বর এসব থেকে মুক্ত।

(ক) ক্লেশ পাঁচ প্রকার:— (I) অবিদ্যা, (II) অস্মিতা, (III) রাগ, (IV) দ্বেষ ও (V) অভিনিবেশ। অবিদ্যা হচ্ছে অজ্ঞান। অনিত্যকে নিত্যরূপে, অশুচিকে শুচি রূপে, দুঃখকে সুখরূপে এবং অনাত্মাকে আত্মারূপে গ্রহণজ্ঞানই অবিদ্যা, অস্মিতা হচ্ছে অহং-অভিমান। প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধি প্রভৃতিকে 'আমার' মনে করাই অহং-অভিমান বা অস্মিতা; রাগ হচ্ছে সুখজনক বস্তুর প্রতি আসক্তি, দ্বেষ হচ্ছে দুঃখজনক বস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণা এবং অভিনিবেশ হচ্ছে মরণত্রাস অর্থাৎ মৃত্যুভয়। সাধারণ পুরুষ এই পঞ্চ ক্লেশের অধীন হলেও বিশিষ্ট পুরুষরূপে ঈশ্বর এসব থেকে মুক্ত।

(খ) কর্ম দু'প্রকার। যথা— ধর্ম ও অধর্ম। বেদবিহিত কর্ম হচ্ছে ধর্ম, বেদনিষিদ্ধ কর্ম অধর্ম। জীবের কামনা থাকায়, কামনা-বশত জীব এসব কর্ম করে। ঈশ্বরের কর্ম প্রবৃত্তি দেখা দেয় না, অর্থাৎ ঈশ্বরের কোনো কর্ম নেই,

(গ) বিপাক হচ্ছে কর্ম ফল। কর্মফল তিন প্রকার— জাতি, আয়ু ও ভোগ। আপ্ত কাম ঈশ্বরের কোনো কর্ম না থাকায় কর্মজনিত কর্মফলও থাকতে পারে না। ঈশ্বর বিপাক মুক্ত পুরুষ।

(ঘ) আশয় হচ্ছে বাসনারূপ সংস্কার। কর্ম ক্লেশ ভোগ থেকে এই সংস্কার বা আশয় উৎপন্ন হয়। জীব আশয়মুক্ত নয়। ঈশ্বরের কর্মফলভোগ না থাকায় তিনি আশয় মুক্ত।

▨ জীবের দুটি অবস্থা— বদ্ধ ও মুক্ত। ঈশ্বর কখনই বদ্ধ হন না, তিনি সদামুক্ত। জীব অল্পজ্ঞ, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। জীবের শক্তি অল্প, ঈশ্বর অসীম শক্তিধর, পরমপুরুষ, দেবাদিদেব ঈশ্বর এক, অনেক নয়, যোগশাস্ত্রকার একেশ্বরবাদী। যোগমতে ঈশ্বর প্রণিধান যোগ-সাধনার অঙ্গ, ঈশ্বর প্রণিধান হচ্ছে, নিরন্তর ঈশ্বর চিন্তা ও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। যে ব্যক্তি এ প্রকারে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করেন ঈশ্বর করুণাবশত তার সাধনা পথের সব বাধা অপসারিত করে সাধন-সিদ্ধিকে সুগম করে।

ঈশ্বর অস্তিত্ব- সাধক যুক্তি ঃ—

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য যোগদর্শনে কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে। সেগুলি হল ঃ—

(১) যোগদর্শনে শ্রুতির সাহায্যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে। যোগদর্শনকারগণ দুইভাবে বেদের উল্লেখ করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করেন।

ক) বেদকর্তারূপে ঈশ্বর ঃ→ বেদ অভ্রান্ত প্রমাণ। বেদের রচয়িতা অবশ্যই কোন সর্বজ্ঞ পুরুষ এবং সেই সর্বজ্ঞ পুরুষই ঈশ্বর। কাজেই বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য।

খ) বেদোক্তরূপে ঈশ্বর ঃ→ বেদ অভ্রান্ত প্রমাণ। অতএব ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার্য। বেদকে প্রামাণ্যরূপে স্বীকার করলে, 'পরমাত্মা ঈশ্বর আছেন', বেদের এই উক্তিকেও সত্যরূপে স্বীকার করতে হয়।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, যোগদার্শনিকদের এই যুক্তিদুটি চক্রকদোষে দুষ্ট, কেননা তাঁরা একবার (i) বলেছেন যে, বেদের অস্তিত্ব ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। আবার অন্যবার (ii) বলেছেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বেদের উপর নির্ভরশীল। দুটি যুক্তিকে একত্র করলে তার অর্থ হয় — বেদ ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল, আবার ঈশ্বর বেদের উপর নির্ভরশীল। আপাতত এই যুক্তি চক্রকদোষে দুষ্ট। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এখানে কোনো দোষ ঘটেনি, কেননা যোগদার্শনিকরা দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে যুক্তি দুটির উল্লেখ করেছেন। প্রথম যুক্তিতে (i) বলা হয়েছে যে, অস্তিত্বের দিক থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বেদের অস্তিত্বের পূর্ববর্তী। রচয়িতার অস্তিত্ব তার রচনার অস্তিত্বের পূর্ববর্তী হয়। দ্বিতীয় যুক্তিতে (ii) বলা ~~হয়েছে যে, জ্ঞানের দিক থেকে~~ বেদের অস্তিত্ব ঈশ্বরের অস্তিত্বের পূর্ববর্তী, কেননা বেদপাঠের মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি যে, ঈশ্বর আছেন। কাজেই, বেদের সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন চক্রকদোষে দুষ্ট হয়নি।

(২) যা কিছু পরিমাণযুক্ত, ক্রমিকতার নিয়ম অনুসারে তার যেমন একটা সর্বনিম্ন স্তর স্বীকার করতে হয়, তেমনি একটা সর্বোচ্চ স্তরকে স্বীকার করতে হয়। যেমন- নিম্নস্তরে, কম, আরও কম, খুবই কম এভাবে আগাতে গেলে চরম সীমায় 'সর্বাপেক্ষা কম' রূপে কিছু স্বীকার করতে হয়, তেমনি উচ্চস্তরে — বেশি, আরও বেশি, অনেক বেশি এভাবে আগাতে গেলে চরম সীমায় 'সর্বাপেক্ষা বেশি' রূপে কিছু স্বীকার করতে হয়। জড়জগতে সর্বনিম্ন স্তরে হল পরমাণু, আর সর্বব্যাপক স্তরে হল আকাশ। এভাবে জ্ঞান ও শক্তির একটি সর্বোচ্চ স্তর বা পরাকাষ্ঠা স্বীকার করতে হয়। সাধারণ পুরুষ অল্পজ্ঞ ও সীমিত ক্ষমতা সম্পন্ন। সাধারণ পুরুষের জ্ঞান ও শক্তি চরম সীমায় উপনীত হতে পারে না। কাজেই এমন এক পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। এই সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান পুরুষই ঈশ্বর। ঈশ্বরের জ্ঞান অনন্ত; ঈশ্বরের শক্তি অসীম, ঈশ্বর জ্ঞান ও শক্তির পরাকাষ্ঠা।

(৩) সাংখ্য-যোগ মতে, পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ ভিন্ন জগতের উৎপত্তি হতে পারে না। পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবাদী দার্শনিক দেকার্ত দেহ ও মনকে দুটি বিরুদ্ধধর্মী দ্রব্যরূপে স্বীকার করে তাদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। যোগমতে, বিরুদ্ধ স্বভাবের পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সংযোগ সাধন করে তিনি জগতের অভিব্যক্তিকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। পক্ষান্তরে ঈশ্বরতত্ত্বের মাধ্যমেই পুরুষ ও প্রকৃতি সংযোগ ব্যাখ্যা করেন।

যোগমতে, নিরীশ্বরভাবের পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সংযোগ সাধন করে যিনি জগতের অভিব্যক্তিকে সম্ভব করেন তিনিই সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করলে জগতের অভিব্যক্তিও হতে পারে না।

(৪) অন্যমত- যোগমতে, জীবের অদৃষ্ট অনুসারে এই জগতের উৎপত্তি। কিন্তু অদৃষ্ট অনুসারে জীবকে সম্পাদন করে কে? অল্পজ্ঞ জীবের পক্ষে নিজের অদৃষ্টকে জানা বা তাকে পরিচালনা করা সম্ভব নয়, কাজেই, মানতে হয় যে, এমন কোনো সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান পুরুষ অবশ্যই আছেন যিনি জীবের অদৃষ্টকে জানেন এবং সম্পাদন করেন। এই বিশেষ পুরুষই ঈশ্বর।

সমালোচনা :—

যোগদর্শনের ঈশ্বর তত্ত্বটি যথার্থ হয়নি। ঈশ্বর জীবের বন্ধন ও মুক্তির কারণও নয়। ~~অবিবেক অ~~ পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞানের অবিদ্যাই বন্ধনের মূল কারণ, তেমনি পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞান বা বিদ্যাই জীবের মুক্তির কারণ। আবার, যোগমতে জীবের পরমার্থ ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভের বা ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়া নয় - জীবের পরমার্থ হচ্ছে, প্রকৃতির সংসর্গ থেকে নিজেদের মুক্ত করে চিত্তস্বরূপে অবস্থান করা, সেজন্যই, যোগদর্শনে ঈশ্বরের সঙ্গে জগৎ ও জীবের সম্পর্ক তেমন ঘনিষ্ঠ নয়, এই প্রকার ঈশ্বরের উপাসনায় জীব অনুপ্রাণিত হতে পারে না। যোগদর্শনের ঈশ্বর এজন্য উপাসকের উপাস্য হতে পারেনি ॥